8 বিশ্বায়ন Globalisation

বিশ্বায়ন (Globalisation)

বিশ্বায়ন এক বহুল প্রচারিত ও বিতর্কিত ধারণা।

বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতবিরোধ আছে। বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্য, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বাদ-বিবাদ, প্রমাণ-অনুমান নিয়ে ধরণী মুখরিত।

কয়েকজন লেখক বিশ্বায়নকে আন্তর্জাতিকতাকরণ (Internationalization) বলে বর্ণনা করেছেন।

উদারবাদীরা বিশ্বায়নকে উদারীকরণের সমার্থক (Liberalization) বলে দাবি করেন।

বিশ্বায়নকে কেউ কেউ ভুবনায়ন (Universalization) বলে ব্যাখ্যা করেন।

কিছু লেখকের মতে বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যকরণ বা আধুনিকীকরণের সমার্থক।

বিশ্বায়নকে deterritorialization বলে অনেকে মনে করেন।

বিশ্বায়নকে অনেকে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ, বিশ্বব্যাপী বাজার-উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থের চলাচল, তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন। বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনের সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক সংগঠনের উদ্ভব ও অতি-জাতীয় (Transnational) সংস্থা ও আন্দোলনের প্রসার বিশ্বায়নের সঙ্গে জড়িত।

বিশ্বায়নের উন্মেষ বা ধারণা সম্পূর্ণ নতুন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ্বব্যাপী বস্তুগত সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে।

বিংশ শতকে 1960-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের জয়যাত্রা শুরু।

বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features)

অধ্যাপক জেমস্ রসনু বিশ্বায়নের কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বায়নের কতকগুলো ঐক্যসাধনকারী (Integrating) সূত্র আছে, যেমন—মুক্ত বাজার, তথ্য-প্রযুক্তি ও মূলধনের বিশ্বব্যাপী সচলতা, জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকতাকরণ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রসার।[1]

রসনু বিশ্বায়নকে macro ও micro dynamics-এর মধ্যে আদান-প্রদানের ধারা বলে উল্লেখ করেছেন। Macro dynamics-এর মধ্যে হয়েছে—

- দক্ষতার বিপ্লব (Skill revolution)
- তথ্য-প্রযুক্তিগত বিপ্লব (Technological revolution)
- যোগাযোগের বিপ্লব (Communication revolution)
- সম্পর্কগত বিপ্লব (Organizational revolution)
- সংগঠনগত বিস্ফোরণ (Organizational explosion)
- বিশ্বব্যবস্থার দ্বিবিভাজন (Bi-furcation of world system)
- সচলতার বিপ্লব (Mobility upheaval)
- বহুধরনের কর্তৃত্বের উদ্ভব (Plurality of authority)
- বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসন (Multi-level Governance)
- কর্তৃত্বের সঙ্কট (Authority Crises)

অধ্যাপক রসনুর মতে, বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রশাসনের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। নতুন জন পরিচালনার তত্ত্ব এসেছে

1. James Rosenau, *Distant Proximities*, op. cit., p. 120.

ও সমস্ত বিশ্বে সার্বভৌম রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের হ্রাস হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

তবে রসনুর মতে, বিশ্বায়ন অনৈক্যসাধনকারী (Disintigrating) প্রবণতাকেও প্রশ্রয় দিয়েছে।[2] বহু অঞ্চলে উপজাতীয় বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। নয়া-মৌলবাদের প্রসার হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের ভুবনায়ন হচ্ছে।

- দক্ষতার বিপ্লব একমুখী (One-dimentional) প্রভাব নয়। এর বহুমুখীনতার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণগত, আবেগগত ও কল্পনাগত দক্ষতা। দক্ষতার বিপ্লবের উৎস হল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি (দূরদর্শন, ফোন, ফ্যাক্সযন্ত্র, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট) যা সময় ও দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে। দক্ষতার বিপ্লব জনগণের কার্যকরী জ্ঞানকে প্রসারিত করেছে। জ্ঞানের বিপুল প্রসারেও সাহায্য করেছে। জ্ঞানের অভাবনীয় প্রসারকে ভিত্তি করে সেবাভিত্তিক অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে। তার ফলে, বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেদিক থেকে দক্ষতার বিপ্লব মানুষকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী করেছে।
- তথ্য-প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিশ্বায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। তথ্য-প্রযুক্তির নব নব উন্নতি জ্ঞান ও দক্ষতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। উৎপাদন-দক্ষতার অভাবনীয় ও আশ্চর্য উন্নতি বিশ্বায়নের দান। তথ্য-প্রযুক্তিগত বিপ্লব যোগাযোগেরও বিপ্লব এনেছে।
- যোগাযোগের বিপ্লব দূরত্বের ও সময়ের ব্যবধান হ্রাস করেছে। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের, গ্রামের সঙ্গে শহরের জনগণের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। যোগাযোগের এই বিপ্লব মানব-সম্পর্কের মধ্যে বিপ্লব এনেছে।
- সম্পর্কগত বিপ্লব—বিশ্বায়নের ফলে সমমনস্ক, সম রুচিসম্পন্ন মানুষজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তা ও কল্পনার আদান-প্রদান বহু স্তরে, বহু দিকে প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন, যুব আন্দোলন, উপজাতীয় আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে।
- সংগঠনগত বিস্ফোরণ—বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবের হাত ধরে বহু অতিজাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। তথ্য-প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও দক্ষতার বিপ্লব ঐসব সংগঠনের কার্যের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। জাতীয় স্তরে ও আঞ্চলিক স্তরে নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে বিশ্বে সচলতার বিপ্লব এসেছে।
- সচলতার বিপ্লব—বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও প্রযুক্তির চলাচল, মূলধন ও শ্রমের চলাচল, চিন্তা-ভাবনার চলাচল—দেশের, অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে—এসেছে সচলতার বিপ্লব।
- বহু ধরনের কর্তৃত্বের উদ্ভব—বিশ্বে বিভিন্ন সংগঠনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্বব্যাপী বহু আন্দোলনের প্রসারের হাত ধরে বহু ধরনের কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়েছে।
- বহুস্তর-বিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব—বিশ্বায়নের ফলে বহু স্তর-বিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব হয়েছে। সরকার, বেসরকারী সংস্থা, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন—সকলেই নিজ নিজ কার্যপরিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যস্ত।
- সমস্ত বিশ্বে কর্তৃত্বের সংকট—রসনুর মতে, সমস্ত বিশ্বে কর্তৃত্বের সংকট দেখা গেছে। ব্যক্তি এখন অনেক বেশি দক্ষ, অনুভূতিসম্পন্ন, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তার ফলে, ঐতিহাসিক কারণে আনুগত্য প্রদর্শন না করে কর্তৃপক্ষের কাজ বিচার করে আনুগত্য প্রদর্শনের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। এখন ব্যক্তি অনেক বেশি সচেতনভাবে স্থির করে—কখন কতটা কার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। তার ফলে, বহু প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাজন লক্ষ্য করা যায়।
- বিশ্বব্যবস্থার দ্বিবিভাজন—ঐসব পরিবর্তনের ও বিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বব্যবস্থা আজ দুভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বের পাশে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। Global Civil Society গড়ে উঠছে। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কর্তৃত্বের সঙ্গে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও নিরন্তর আদান-প্রদান চলছে। তার ফলে, জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা, তার কূটনৈতিক কার্যাবলী ও সামরিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন এসেছে। বেসরকারী সংগঠনের সামনেও বহু সুযোগ ও সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ উপস্থিত।

2. James Rosenau, Ibid, p. 292.

বিশ্বব্যবস্থার এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে বহু নতুন নতুন ধারার উৎপত্তি হয়েছে।

—জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকতাকরণ হয়েছে।

—তার ফলে সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে।

—সেই সঙ্কোচনের সুযোগে দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের ধারণাসমূহ পুষ্ট হয়েছে।

—বহুমুখী সংস্কৃতির (Multi-culturalism)-এর প্রসারণ ঘটেছে।

Fred Halliday-এর মতে, বিশ্বায়নের প্রবাহ যে সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে তা নয়।

- বিশ্বায়ন বিশ্বজনীন (Universal) ও বিশেষ স্থানীয় (Particular) ভাবধারার মধ্যে আপাত-বিরোধিতাকে প্রতিফলিত করছে।
- বিশ্বায়নের প্রবাহে আমূল পরিবর্তন ও অবিচ্ছিন্নতা—উভয় ধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।
- বিশ্বায়ন নিখিল ধরণীব্যাপী আধুনিকতার অগ্রদূত হলেও আধুনিকতাবিরোধী মৌলবাদী চিন্তাধারার প্রকাশের জন্য বিব্রত।
- বিশ্বায়ন কেবল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর ধারণার সঙ্গে সমার্থক—এই অনুমান ও ধারণা ভুল।
- বিশ্বায়ন ঠান্ডাযুদ্ধের পর পৃথিবীব্যাপী উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মুক্ত বাজারের ধারণাকে সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে—সে বিশ্বাসও ভুল।
- বিশ্বায়ন ধরণীর বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে সুমহান ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্রোত।[3]

বিশ্বায়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়, যেমন—

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Economic Features)

1. অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে পৃথিবীর বহু দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রসারিত হয়েছে।
2. বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান বেড়েছে।
3. মূলধনের চলাচল বেড়েছে।
4. মুদ্রা-বিনিময় হারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা এসেছে।
5. বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারের সচলতা বেড়েছে।
6. বেসরকারী উদ্যোগ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাজকর্ম ও প্রভাব বেড়েছে।
7. জ্ঞানভিত্তিক সেবামূলক কাজ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।
8. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থার কাজকর্ম প্রসারিত হয়েছে।
9. বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক রেজিম (Regime) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে।
10. বিশ্বের বহু দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।
11. বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য বাড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য বাড়ছে।
12. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা পরিবেশ দূষণ সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।

রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Political Features)

1. জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কমেছে।
2. বিভিন্ন বিশ্বজনীন সংগঠন, আঞ্চলিক সংগঠন, আন্তঃসরকারি সংগঠন, বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত সামাজিক আন্দোলন ও নাগরিক সমাজ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাকে প্রভাবিত করছে।
3. বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও পররাষ্ট্র নীতির ওপর বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রভাব বাড়ছে।
4. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেজিম ও আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি ও কার্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

---

3. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, Penguin Books, 2002, p. 214.

5. বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান অনেক বেড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে।
6. বহু রাষ্ট্র ও এলাকায় বিশ্বায়নের কুফল ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন, উপজাতীয় আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।
7. বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি, সহাবস্থানের নীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
8. যুদ্ধের বদলে শান্তিরক্ষার জন্য সর্বস্তরে আগ্রহ বেড়েছে।

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Social Features)

1. তথ্য ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিশ্বময় এক ধরনের সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছে।
2. বিশ্বায়ন বহুমুখী সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করেছে।
3. সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে।
4. নতুন টেলি-ইলেকট্রনিক সংস্কৃতির প্রসার হয়েছে।
5. তথ্য-চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানের মুক্ত বাজার প্রসারিত হয়েছে।
6. যুক্তিবাদী জ্ঞান ও গবেষণার বিকাশ হচ্ছে।
7. শিক্ষা, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন এসেছে।
8. বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ (The Impacts of Globalisation)

বিশ্বায়নের প্রভাব, সুফল ও কুফল নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক ও বিশ্লেষণ চলছে। এই বিষয়ে উদার অর্থনীতিবিদ্‌গণের (Liberal Economists) মত হল—

(i) বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে গুণগত রূপান্তর এসেছে। বিশ্বায়ন ব্যক্তি, পরিবার ও কোম্পানির জন্য অধিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

(ii) বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাবে।

বাস্তববাদী ও Mercantilist-দের মত হল—

(i) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করবে।

(ii) বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশন তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারাবে না।

(iii) সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। বরং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরও প্রসারিত হবে।

নয়া-মার্কসবাদীদের মতে—

(i) বিশ্বায়ন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে একটি বিশ্ব-অর্থনীতি গড়ে তুলবে।

(ii) জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বায়নের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও—জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

(iii) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বে বৈষম্য বৃদ্ধি করে বড় বড় শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

বিশ্বায়নের বহু ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব আছে।

ইতিবাচক প্রভাবসমূহ (Positive Effects Impacts)

1. বিশ্বায়ন দক্ষতার বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব ও মানবিক সম্পর্কগত বিপ্লব এনে মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। যুক্তিবাদী জ্ঞান সম্প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে, বিবিধ মানবিক সমস্যার (সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাগত, শিক্ষাগত) সমাধানের নতুন নতুন কৌশল ও পথ অর্জিত হয়েছে। নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
2. বিশ্বায়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও প্রসারে সহায়তা করেছে। তার ফলে বহু সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। Multi-culturalism মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।
3. বিশ্বায়ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনজাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিশ্বায়ন আধুনিক সত্তার (Modern identity) বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

4. বিশ্বায়নের ফলে জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছে। বিশ্বে বহু নতুন নতুন অতিজাতীয় (Trans-national) সংগঠনের উৎপত্তি ও প্রসার হয়েছে। বিশ্বের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য বহু নতুন বিধি ও নিয়ম কার্যকরী করা হয়েছে। তার ফলে, বহুসংখ্যক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, বহু স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের উদ্ভব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিশ্বব্যবস্থার বিভাজন ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের উদ্ভব ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের পরিধিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। ব্যক্তি এখন উপযোগিতা ও কার্যদক্ষতা বিচার করে কোন কর্তৃত্বের প্রতি তার আনুগত্য কতটা প্রকাশ করবে তা স্থির করছে।
   সেদিক থেকে বিশ্বায়ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।
5. বিশ্বায়ন বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রসারে সাহায্য করেছে। এইসব কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রযুক্তি, তথ্য, মূলধন ও জ্ঞানভিত্তিক সেবার আদান-প্রদান বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে।
6. বিশ্বায়ন মানবসমাজের বিবিধ সমস্যা, তার গুরুত্ব ও বিপদ সম্পর্কে বিশ্বের সব সচেতন মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে তুলেছে।
   বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, বহু দেশের দুঃসহ দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার নিষ্ঠুর অস্বীকৃতি, বিশ্বময় নারীজাতির লাঞ্ছনা-বঞ্চনা নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী আলোচনা-বিতর্ক চলছে। সমস্ত পৃথিবীতে নারীবাদী আন্দোলন, মানব-অধিকার রক্ষার আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।
7. বিশ্বায়ন যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে যুদ্ধের প্রতি জনগণের অনীহা বৃদ্ধি করেছে। তার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে।
8. বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অতি-জাতীয় আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
9. বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং দরিদ্র জনগণের দুঃসহ বঞ্চনার প্রতি সমস্ত বিশ্ব জনগণকে সচেতন ও সজাগ করে ধীরে ধীরে এই অন্যায় বৈষম্য, এই নীতিহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী সচেতনতা ও বিশ্ব জনমত গড়ে তুলেছে।

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ (Negative Effects Impacts)

1. বিশ্বায়ন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে।
   বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সুফল ধনী দেশগুলিই হস্তগত করছে। বহু ক্ষেত্রে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বায়নের আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারছে না। তার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কও স্বীকার করেছে যে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান (Economic gaps) ক্রমশঃই বিস্তৃত হচ্ছে।
   বিশ্বায়ন একই দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।
2. বিশ্বায়নের ফলে অর্থ বাজারের (Finance market) অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা জনমানসে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করেছে।
3. বিশ্বায়নের যুগে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেনি। বরং বেকারত্ব বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রসারণ শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেনি।
4. বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের সচলতা বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে শ্রমবাজারের সচলতা বৃদ্ধি পায়নি।
5. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহারেও সাহায্য করেনি। বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সম্পদের কাম্য ব্যবহার হবে—সে ধারণাই ভুল।
6. বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়েছে।

7. বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে মারণাস্ত্রের বাজার প্রসারিত হয়েছে। তার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সামরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক উদ্বেগ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে।
8. বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ধনী দেশগুলির কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ধনী সদস্যরা ঐসব সংগঠনকে নিজেদের স্বার্থসাধনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে।
9. বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলির লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের বৈদেশিক ঋণভার বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁচেছে।
10. বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ অনেক দেশের সাবেকী সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বিনষ্ট করেছে।
11. নতুন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অনেক দেশে নয়া-মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।
12. বিশ্বায়ন অতি-জাতীয়তার (Trans-nationalism) কুফল বৃদ্ধি করেছে।

সাম্প্রতিক কালে জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী অপরাধমূলক কার্যকলাপ সন্ত্রাসবাদ ও ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতি-রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম (Global Trade Regime) দরিদ্রতম দেশগুলির স্বার্থ উপেক্ষা করেছে।

- প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী Joseph Stiglitz স্বীকার করেছেন যে,

—বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে না।

—বিশ্বের পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে না।

—বিশ্ব অর্থনীতির স্থিরতা (Stability) বজায় রাখতে পারছে না।

তবে তাঁর মতে, বিশ্বায়নের গতি রোধ সম্ভব নয়। মূল সমস্যা বিশ্বায়নকে নিয়ে নয়।

মূল সমস্যা, যে উপায়ে বিশ্বায়ন পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যেই নিহিত আছে।[4]

Joseph Stiglitz-এর মতে, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাণিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এমন সব বিধিনিয়ম রচনা করেছে যে তার ফলে কেবল ধনী, শিল্পোন্নত দেশগুলির স্বার্থরক্ষা হচ্ছে।

তাঁর মতে, ঐসব সংস্থা বিশ্বায়নকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অর্থনীতি ও সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছে।

Stiglitz দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। দরিদ্র জনগণের দাবী, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করলে হবে না। বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নতুন যুগের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্বায়ন শিল্পের সমষ্টিগত কার্যধারার ও বিশ্বের সমষ্টিগত কল্যাণের ওপর আলোকপাত করে।

Joseph Stiglitz মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ বিশ্বায়নের ধারণা সমর্থন করেন "Globalization with a human face".[5]

- অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিশ্বায়নের অনেক সুফল ও কুফল আছে। সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক দিক থেকে অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন কয়েকটি দেশের পক্ষে সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। কিন্তু অন্য অনেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত বিকৃতি (Structural distortions) ও বৈষম্য আনবে।[6]

পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়নের কুফলের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদ, উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করে ঐ সব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। অতি-জাতীয় প্রতিবাদী আন্দোলনও (Trans-national Resistance Movement) গড়ে উঠেছে।

---

4. Joseph Stiglitz, Ibid, p. 214.
5. Ibid, p. 214.
6. Jayantanuja Bandyopadhyay and Amitava Mukherjee, op. cit., p. 161.

বিশ্বায়নের সুফল ও সুবিধা কিভাবে বণ্টন করা যায়—তাকে ঘিরেই আন্দোলন। কুফল ও কুপ্রভাব কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে—সেই নিয়েই বিতর্ক।

আজ বিশ্বসমাজের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন উঠেছে—

- বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব কি আরও অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে?
- বিশ্বায়নের সুফল কিভাবে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে?
- বিশ্বায়নের কুফল দূর করার জন্য রাষ্ট্রগুলি কি ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের গর্ভে লুকিয়ে আছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- বিংশ শতকে 1960-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।
- জেমস রসনুর মতে, বিশ্বায়ন একই সঙ্গে ঐক্যসাধনকারী শক্তি ও অনৈক্যসাধনকারী প্রবণতাকে পুষ্ট করেছে।
- বিশ্বায়ন এনেছে—দক্ষতার বিপ্লব, তথ্য ও প্রযুক্তির বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব, সম্পর্কগত বিপ্লব, সংগঠনগত বিস্ফোরণ, সচলতার বিপ্লব, বহু ধরনের কর্তৃত্বের ও বহু স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বায়ন নিয়ে এসেছে কর্তৃত্বের সংকট ও বিশ্বব্যবস্থার দ্বিবিভাজন (রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্ব ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব)।

  বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে Multi-culturalism-এর প্রসার ঘটেছে।
- বিশ্বায়নের অনেক সুফল আছে। বিশ্বায়ন মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছে। বহু মানবিক সমস্যার নতুন নতুন সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদানের ধারা প্রসারিত করেছে। জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাজকর্ম বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধের কুফল, দারিদ্র্যের বঞ্চনা, পরিবেশ-দূষণ বিষয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছে ও ঐ সব অভিশাপ দূর করার জন্য গণ-আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে।
- বিশ্বায়নের অনেক কুফলও দেখা গেছে—ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এবং একই দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করেছে। অর্থ বাজারের (Financial market) অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে।

  বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মারণাস্ত্রের বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। বহু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপদের সম্মুখীন। বিশ্বায়নের প্রতিবাদে বহু অঞ্চলে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ প্রসারিত হয়েছে।

  আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ধনী রাষ্ট্রবৃন্দের স্বার্থে তাদের দ্বারাই পরিচালিত। দরিদ্র দেশগুলির স্বার্থ ও মতামত উপেক্ষিত।
- Joseph Stiglitz-এর মতে, বিশ্বায়ন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির স্বার্থে, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে কাজ করছে না। সমাজের অতি-দরিদ্র মানুষের দুর্গতি বাড়ছে। তাঁর মতে, বিশ্বায়নের গতিরোধ করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের ধারণার দোষ নয়—দোষ রয়েছে বিশ্বায়ন পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে। তাই পরিচালন ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ বিশ্বায়নের ধারণা সমর্থন করেন।

Table-9

বিশ্বায়ন

★ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বিশ্বায়নের সুফল বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববাণিজ্যনীতির বৈষম্যমূলক বিধি পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছেন।

★ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জগদীশ ভাগবতীও বলেছেন বিশ্বায়নের গতি প্রতিরোধ করা যাবে না। তবে তার কুফল দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

★ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন যে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন নিয়ে বিতর্ক চলছে। তার কুফল দূর করার জন্য জাতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।